দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 19 APR 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

অভিভাবকরা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন?

॥ সাহাদত হোসেন খান ॥

শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে অভিভাবকদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তারা শিক্ষার্থীদের লালন-পালন এবং তার শিক্ষার যাবতীয় খরচাদি বহন করে শিক্ষালাভের পথকে সুগম করেন। পিতা-মাতাই মূলতঃ শিক্ষার্থীদের অভিভাবক। তবে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন নিকটাত্মীয় বা কোন হিতৈষীও হতে পারেন। ছাত্র/ছাত্রীরা যে বয়সে স্কুলে যায় ঐ বয়সে নিজ দায়িত্বে পড়াশুনা করতে পারে না। শিক্ষক যত গুরুজনই হয়ে থাকুক না কেন তারাও কোন ছাত্র/ছাত্রীকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে স্কুলে ভর্তি করান না। শিক্ষার্থীর মনে যখন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্ম নেয়নি, জ্ঞানের বীজ উপ্ত হয়নি তখন অভিভাবকই তাকে স্কুলে পাঠিয়ে শিক্ষার বুনিয়াদ নির্মাণ করেন। এ কাজটুকু সম্পন্ন না হলে শিশুর প্রতিভা যতই থাকুক না কেন তা অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। সুযোগ্য শিক্ষকের পক্ষেও সম্ভব হত না কোন শিক্ষার্থীর কাছে তাঁর শিক্ষার অমিয় বাণীকে পৌঁছে দেয়া।

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে অভিভাবক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন সেই অভিভাবক শ্রেণী বর্তমান শিক্ষার অবক্ষয়ে দারুণভাবে হতাশাগ্রস্ত। অভিভাবক শিক্ষার্থীকে ভালবাসেন বলেই তাকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চান। কিন্তু শিক্ষার্থীদের কলুষিত ও জঘন্য আচরণ শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছে। শিক্ষা শিক্ষার্থীকে মানুষের মত মানুষ করে তোলে। এই গ্যারান্টি আজ অবশ্য পাওয়া যায় না। শিক্ষার পরশ পাথরে শিক্ষার্থীর মনের পাঁপড়িগুলো পাখা মেলে। ফলে এক জন ছাত্র সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শিখে এবং অসুন্দরকে পরিত্যাগ করতে চায়। তাকে অবশ্যই লোকচক্ষে নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু জাতির জন্য এটা দুঃখজনক বর্তমান ছাত্র সমাজের কেউ কেউ নকলবাজি থেকে শুরু করে বোমাবাজি পর্যন্ত করতে পিছপা হচ্ছে না। পরীক্ষায় নকল করা আজ অপরাধ নয়, অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চলেছে। এবার এস এস সি পরীক্ষায় নকলের দাবীতে কর্তব্যরত ম্যাজিষ্ট্রেট নকল ধরার অপরাধে ছাত্রের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। আদর্শবাদী শিক্ষকরা নকল রোধে ব্যবস্থা নেয়ার ফলে লাঞ্ছিত হয়েছেন। ১৯৮৭ সালে নরসিংদী কেন্দ্রে টেস্ট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র আঃ রশীদ তার শিক্ষক চরসিন্দুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোক্তার আহমেদ খানকে প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাঘাতে খুন করে। সম্প্রতি রংপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সে কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবনে হামলা চালিয়ে দৈহিকভাবে তাঁকে নাজেহাল করে এবং জিনিসপত্র তছনছ করে।

ডাকসু নির্বাচনের পর ছাত্রীদের বিজয় মিছিলে একশ্রেণীর উচ্ছৃংখল ছাত্র ন্যক্কারজনকভাবে হামলা করে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে দেখা যায়, কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনটি প্রতিপক্ষ ছাত্র রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা অধিক হারে যে হলে বাস করে সে হলে অগ্নিসংযোগ করছে, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া করছে, ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে, গুলী করে ছাত্র হত্যা করা হচ্ছে। ছাত্ররা আজ শুধু ছাত্রই নয়, তারা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী। উঠতি বয়সে স্পর্শকাতর রাজনৈতিক আদর্শে ছাত্র সমাজ আজ শতধাবিভক্ত। এক দল আরেক দলের দুশমন। ছাত্রদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণবাদী শাসনের নিপীড়নকেও ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা হোক বা না হোক শ্লোগান, মিছিল ও সমাবেশ চলছে তো চলছেই। কোন আমলেই এর বিরাম ছিল না। হয়তো বা বিরতি আসবেও না কোন দিন। ছাত্র জীবনে পড়াশুনা না করলেও চলে কিন্তু রাজনীতি না করলে চলে না। প্রতিটি ছাত্রই হয়তো নেতা নয়তো কর্মী। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক একটি রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেখলে মনে হয় এগুলো এক একটি যেন পোস্টার। জ্ঞানের ফল্গুধারা হৃদয় থেকে হৃদয়ে উৎসারিত হচ্ছে না। বরং সমস্ত জ্ঞান ও দর্শন আজ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাবরণে বাণীরূপ লাভ করেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ মোটামুটি শান্ত। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ইউনিয়নের কোন নির্বাচন নেই। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকে আগ্নেয়গিরির বিভীষিকা বললেও অত্যুক্তি হবে না। 'পরমত সহিষ্ণুতা' বলতে যে একটা শব্দ আছে তা ছাত্র ইউনিয়নগুলোর নির্বাচনের বেলায় নির্বাসিত। ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকে শাশ্বত ললিত বাণী পাঠ করে ঠিকই কিন্তু বাস্তব জীবনের অনুশীলনে তা ব্যবহার করার আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করে না। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রেমের নিকুঞ্জ বনে পরিণত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এখান থেকেই পরবর্তী জীবনের সাথী খুঁজে নেয়। রাজনীতিতে ছাত্ররা যতই বেপরোয়া হোক প্রেমের বেলায় তারা অত্যন্ত বিনীত। সহপাঠিনীর কাছে পাণিপ্রার্থী ছাত্র নিজকে বিশ্বের সেরা ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। মেয়েরা কোন কাপুরুষকে ভালবাসে না একথা প্রতিটি ছাত্রেরই মুখস্থ। তাই ছাত্রীদের কাছে কেউ আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়ন অথবা মার্কস-এঙ্গেলস-এর মত মহাপুরুষ হতে চায়। প্রেম ও পলিটিক্স এ দু'টি অনুষঙ্গ বাদ দিলে হয়ত আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যাবে। প্রায়ই বিপুলসংখ্যক ছুরি, কিরিচ, দা, হকিস্টিক, কাটা রাইফেল, পাইপগান, পিস্তল ও বোমা উদ্ধার করা হচ্ছে। যাদের হাতে কলম থাকবে বলে অভিভাবক আশা করেছিলেন তাদের হাতে ছুরি উঠবে- একথা নিশ্চয়ই কোন অভিভাবকের কাম্য নয়।